কুষ্টিয়ায় ৮শ ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তঃ ১৯ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় চারজন রোগী মারা গেছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী ও একজন পুরুষ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার জেলায় কোভিড রোগী ৮০০ ছাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১০১টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন ২৭ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১৫।

এদিকে আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা পৌরসভায় ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সব ধরনের দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভা শেষে গতকাল রাতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন এ সিদ্ধান্ত দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী রাতেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, মারা যাওয়া চারজনই কুষ্টিয়া পৌরসভার ত্রিমোহনী, কমলাপুর, স্টেডিয়ামপাড়া ও কালীশংকরপুরের বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৯ জন কোভিডে মারা গেলেন। আক্রান্ত অনুপাতে মৃত্যু হার ২ দশমিক ৩৩।

নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ১৮ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৬ জন, মিরপুরে ১ জন ও খোকসা উপজেলার দুজন। সব মিলিয়ে এযাবৎ জেলায় ৮১৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৮৩ জন। বাড়িতে আইসোলেশনে (বিচ্ছিন্ন থেকে) চিকিৎসাধীন ৩৭৮ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪০ জন। মারা গেছেন ১৭ জন।

গত সোমবার রাতে কুমারখালী কুণ্ডুপাড়ার এক বাসিন্দা ৭২ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ রোগী মৃত্যুবরণ করেন। গতকাল দুপুরে শহরের চৌড়হাস

এলাকায় এক নারী ও রাত সাড়ে আটটায় ত্রিমোহনী এলাকায় এক নারী মারা যান।

জুলাই মাসের গত সাত দিনে জেলায় ১৯৪ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ছয়জন। দুটি পৌরসভায় কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হলেও ভেড়ামারায় তা অনেকটা কার্যকর হয়েছে।

সেখানে ১৪ দিনে রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমেছে। তবে কুষ্টিয়া পৌরসভায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটিই বেড়েছে। এরই মধ্যে আজ সকাল থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা

তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আলমডাঙ্গায় শিক্ষার্থী বান্ধব ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

করোনা মহামারিতে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াও। এই মহাঅচলাবস্থায়ও বসে নেই আলমডাঙ্গার ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব। বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডলের হাত ধরে তিনি পুরো স্কুলকে রঙিন সাজে সাজিয়ে তুলেছেন। শিশুদেরকে চোখ রাঙিয়ে পড়ানোর পরিবর্তে স্কুলকে একটি পার্কের আদলে সাজিয়ে করে তুলেছেন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, শহরতলীর এই স্কুলের বৃহৎ বাউন্ডারির প্রাচীরে তুলির আঁচড়ে থরে থরে লিখে রাখা হয়েছে শিশু মস্তিস্কের মননশীলতার উদ্দীপনার সব চিরন্তন বাণী। বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের কোণঘেষে বসানো হয়েছে স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং (দোলনা)। যা শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা সামগ্রী।

বিদ্যালয়ের আরেক কোণে স্থাপিত হয়েছে মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র স্মৃতিস্মারক শহীদ মিনার। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের শরীরজুড়ে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নানা চিত্রকর্ম। শ্রেনীকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর তুলিতে আঁকানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়ক নানা উপকর্ম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব বলেন, কয়েক মাস

স্কুল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াতে না পারার জন্য হাাহকারে আছি। আমরা এখন শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্ততি নিয়েছি। যাতে কোন শিক্ষার্থী ঝরে না যায়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল বলেন, উপজেলার কোন স্কুলে শহীদ মিনার নেই। কোন স্কুলেই পার্কের আদলে কোন স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের সুন্দর পরিবেশে পড়ানোর পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশও রেখেছি। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ছাদবাগানে বৃক্ষরোপন

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান অজয় সুরেকার সহধর্মীনি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তিনি তার ছাদে ড্রাম ও টবে গাছ লাগিয়েছেন।

মঙ্গলবার তার ছাদবাগানে গিয়ে আরও কিছু গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিদিনের মতো এ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারীয়ান কাজী শামসুন নাহার আলো এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, গাছের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন। কোন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে জৈব সার ব্যবহার করেন।

পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন কেন এমন

প্রশ্নের জবাবে রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, বিষমুক্ত টাটকা ফল-মূল, শাক-সবজির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ছাদে বাগানের কোন বিকল্প নেই। শহরের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরণের ছাদ ও ব্যালকনি বাগানের ভূমিকা অপরিসীম।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রুয়াইম রাব্বী জানান, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া ৭ম দিনের মতো আহার প্রতিদিন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ধারাবাহিকতা মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।প্রতিদিনের খাবার বিতরণের পাশাপাশি আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকার বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

প্রশাসনের সু-নজরদারি না থাকায় ঝিনাইদহে কোচিং এর দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না

ঝিনাইদহে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে চলছে কোচিং সেন্টার। সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও কোচিংয়ের দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না এখানে। জেলার বিভিন্ন স্থানে গোপনে চলছে এসব কোচিং বাণিজ্য। কোনো কোনো কোচিং সেন্টার চলছে অনলাইনের মাধ্যমে। কেউ কেউ স্থানীও প্রভাব শালীদের ছত্র ছায়ায় কোচিং চালাচ্ছেন, তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসলেই হুমকি স্বরূপ ফোন আসছে তাদের।

এছাড়াও কোচিং মাষ্টারদের কাছ থেকে সাংবাদিকরা চাঁদা দাবী সহ টাকা লেনদেন করেছে বলে স্থানীয় ঐ সকল প্রভাব শালীরা ফাঁসানোর চেস্টা করছেন সাংবাদিকদের। ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং

সেন্টার বন্ধ থাকবে।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং বাণিজ্য চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সচেতন মহল। তবে করোনার কারনে স্কুল বন্ধ থাকায় লেখা পড়া চর্চা রাখতে অসচেতন অভিভাবকরাই কোচিং এর দিকে বেশী করে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এগিয়ে দেচ্ছে। কিছু কিছু অভিভাবকরা প্রতিবেদককে এমনটাই জানিয়েছেন। কোচিং মাষ্টারদের দাবী সব কিছুই যেহেতু সাধারণ ভাবে চলছে তাহলে কোচিং চললে ক্ষতি কি? সব কোচিং মাষ্টারদের মুখে একই কথা শোনা গেছে করোনা শুরু হওয়ার পর থেকে কিছু দিন বন্ধ রেখেছিলাম এখন সব জায়গাতেই চলছে দেখে আমরাও চালু করেছি।

এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে, জেলার সদর উপজেলার চর মুরারিদহ গ্রামে জমজমাটভাবে চলছে সাগর মাস্টারের কোচিং সেন্টার, উপজেলার কলোমন খালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী মাষ্টার নাজিম উদ্দিনের কোচিং সেন্টার, মধুপুর চৌরাস্তা বাজারে সহকারী দুইজন সহ সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাজু আহম্মেদের কোচিং সেন্টার, উপজেলা ভুমি অফিসের পেছনে (হাটের রাস্তা) কোচিং সেন্টার, কলোমন খালির নাজমুল হাসান সহ আশপাশের এলাকার কিছু শিক্ষক এভাবে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদ্রুদ্দোজা শুভ জানান, কোচিং সেন্টার চালানোর সরকারি ভাবে কোন অনুমতি নাই। শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়া নিয়ে বাড়িতে পড়তে পারবে অনলাইন অথবা মোবাইলে।

জেলা শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব বলেন, ‘এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

হেফাজতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না: আল্লামা শফী

হেফাজতের বিরুদ্ধে কোনো দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না মন্তব্য করেছেন হেফাজতের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আল্লামা শফী বলেন, ‘হযরত রাসুলে কারিম (স) শান-মান, সাহাবায়ে কিরামের আজমতসহ ইসলামের ইজ্জত-সম্মান ও প্রাধান্য সুরক্ষায়

হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ। জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে দেশের নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তার রাসুল (স) এবং ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অপমানকর বক্তব্য প্রদান করে, তখনই হেফাজতে ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।’

তিনি বলেন, ‘দেশের কোটি কোটি মানুষের ঈমান-আকিদা ও ইসলামী মূল্যবোধ সুরক্ষায় রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয় এই সংগঠনের কর্মীরা। আবারও যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল (স), সাহাবায়ে কিরাম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে হেফাজতে ইসলাম পুনরায় গর্জে উঠবে।’

আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, ‘নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি প্রকাশ্যভাবে হেফাজতে ইসলামের মোকাবিলা করতে পারবে না। ইসলাম বিরোধী ওই অপশক্তি প্রকাশ্য মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইদানিং পেছনের দরজায় হামলা করছে বলে মনে হয়। হেফাজতের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি সিন্ডিকেট জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আজ নাস্তিক্যবাদীর খেলনায় পরিণত হয়েছে। তারা ভেতরে থেকে হেফাজতে ইসলাম, হেফাজতের ত্যাগী নেতাদের, আমার ও আমার ছেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘ভেতর থেকে এসব অপপ্রচার করে তারা হেফাজতে ইসলামকে দুর্বল করতে চায়, সংগঠনটির ইমেজ নষ্ট করতে চায় এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে চায়।’

বিবৃতিতে আল্লামা শফী বলেন, ‘কোনো সিন্ডিকেট, অপশক্তির ষড়যন্ত্রই এ দেশের ঈমান রক্ষার আন্দোলন হেফাজতে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘হেফাজতের বিরুদ্ধে কোন দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।’

তিনি ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র কর্তৃক হেফাজতে ইসলামের ভেতরকার কল্পিত বিরোধের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted] “[redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

করোনা উপসর্গ নিয়ে দু’জনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম নামের দু ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল দশ টার সময় গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনির স্ত্রী জোবাইদা খাতুন(৭২) নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় ।

অপরদিকে ঢাকা করমিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাওট গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। উভয়ের বয়স ৭০ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে।

সুত্র জানায়, গাংনী বাজারের পশু হাসপাতাল পাড়ার বাচ্চুর স্ত্রী ও গাংনী উপজেলা কমপ্লেক্সের স্¦◌াস্থ্য সহকারি ফারহানা ইয়াসমিন মেয়ে নুসরাত জাহান, জোবাইদা খাতুনের বড় ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল করোনা আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা জোবাইদার নমুনা সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গেলে নমুনা দিতে রাজি হয়নি জোবাইদার পরিবার। এক পর্যায়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে স্বাস্থ্যকর্মীরা। সর্দি,কাশি ও হালকা জ¦র নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

একই পরিবারে তিনজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিতার কারনে বৃদ্ধা জোবাইদার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জোবাইদার পরিবার। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানাসহ তার পরিবারের কয়েকজন করোনা পজেটিভ হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা ভাল। মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসলে মুত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

অন্যদিকে বাওট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শ^◌াসকস্ট ও ঠান্ডাজ¦রে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার করমি টোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মুত্যু হয়। আব্দুস সালাম দির্ঘদিন ধরে ঢাকায় আইন পেশার সাথে জড়িত। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের লাশ তার নিজ গ্রাম বাওটে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে বলে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট

করোনায় দেশের সিটি করপোরেশনগুলো এরইমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোরবানির ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষি ও ছোট বড় খামারিরা দেশের কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এসব খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবানির পশু কেনা-বেচার জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করেছে। এটিই হবে সরকারি উদ্যোগে দেশের সবচেয়ে বড় ‘কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট’। করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ প্রকল্প (আইডিইএ) এর আগে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। এরই আলোকে আইডিইএ প্রজেক্টের ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ব্যানারে ডিজিটাল হাটের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে প্রকল্পটি।

এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনি গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন।
দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষি, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখিত পেশার যে কেউ https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করতে হবে।

এসব ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

সরকার তার নিজ খরচে প্রচার করবে। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কোরবানির জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফুড ফর ন্যাশন প্লাটফর্মটি কোরবানির পশুর জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মেকিং ডিজিটাল হাট হতে যাচ্ছে।

খামারি ও চাষিদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ক্রেতা ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি সারা দেশের খামারি ও চাষিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পশুর তথ্য নিয়ে এই প্লাটফর্মে আসুন। আমরা দেশের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অটুট রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো চালু রাখতে চাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন